ব্রি ধান১১৩

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১১৩ বোরো মৌসুমের উচ্চ ফলনশীল একটি জাত। জাতটির কৌলিক সারির নাম বিআর১১৩৩৭-৫আর-৭২। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক ২০১৫ সালে ব্রি ধান২৯ এর সাথে Hbj.B.VI (পশুশাইল) এর সংকরায়ণের পর সিঙ্গেল সিড ডিসেন্ট ভিত্তিক র‍্যাপিড জেনারেশন এডভান্সমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে Forward Breeding প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্রি গাজীপুর এবং অন্য চারটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে নির্বাচিত কৌলিক সারিটি পর পর ২ (দুই) বৎসর ফলন পরীক্ষার পর বোরো ২০২১-২২ মওসুমে ব্রি'র সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে ও বোরো ২০২২-২৩ মওসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে কৃষকের মাঠে উপযোগিতা যাচাইয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর বোরো ২০২৩-২৪ মওসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) সন্তোষজনক হওয়ায় ১৪ মে ২০২৫ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৪ তম সভায় এ কৌলিক সারিটি ব্রি ধান১১৩ নামে বোরো মওসুমে দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং ধান পাকলেও পাতা সবুজ থাকে।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০২-১০৫ সে.মি.।
- গাছ শক্ত এবং মজবুত বিধায় হেলে পড়ে না।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৯.৪ গ্রাম।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন এবং রং সাদা।
- চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৮.০% এবং ভাত ঝরঝরে।
- চালে প্রোটিন এর পরিমাণ ৮.৪%।

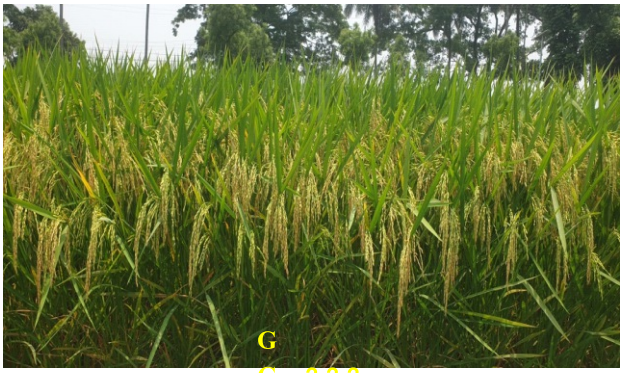

ব্রি ধান১১৩

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১১৩ এর ধানের গুণগত মান ভাল অর্থাৎ চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন। এ জাতের গাছ শক্ত এবং মজবুত বিধায় সহজে হেলে পড়ে না। ধান পাকলেও ডিগ পাতা সবুজ থাকে। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় দশটি অঞ্চলে ব্রি ধান৮৮ এর চেয়ে ব্রি ধান১১৩ প্রায় ১১.৫% বেশি ফলন দিয়েছে। এ জাতের হেক্টরে গড় ফলন ৮.১৫ টন। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টরে ১০.১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৩ দিন।

ফলন: গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৮.১৫ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ১০.১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১১৩ বোরো মৌসুমে দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১ থেকে ২০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর।

২. **চারার বয়স:** ৩০-৩৫ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ২০ সে.মি

৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী ধানের জাতের মতোই।

৫.১	ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
	৩৫	১৫	১৮	১৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করা ইউরিয়া সারের ১/৩ অংশ ১ম কিস্তিতে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর, ১/৩ অংশ ২য় কিস্তিতে রোপনের ২৫-৩০ দিন পর এবং ১/৩ অংশ ৩য় কিস্তিতে রোপনের ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন:** ব্রি ধান১১৩ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত।

৭. **আগাছা দমন:** চারা রোপণের পর অন্তত ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন।

৯. **ফসল কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১-১৫ বৈশাখ অর্থাৎ ১৫-৩০ এপ্রিল। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ পরিপক্ক হলে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd